EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টির বক্তব্য

ঢাকা, ৩রা জুন -- আগামী ৪ঠা জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টি নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন:

(বক্তৃতা শুরু)

ডা. দীপু মনি, কূটনৈতিক মিশনসমূহের সদস্য ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ: আস্‌সালামু আলাইকুম। শুভ সন্ধ্যা।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম দিবসকে সম্মান জানাতে আজ রাতে এখানে আসার জন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য সম্মানিত প্রধান অতিথি ডা. দীপু মনিকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তিনি মেরিল্যান্ডে জন্‌স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জনস্বাস্থ্য' বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বিরোধ নিষ্পত্তি ও সমঝোতা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। যেসব আমেরিকান ও বাংলাদেশি নেতৃবৃন্দ আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন তাদের জন্য আমি গর্বিত। তাই ডা. দীপু মনিকে এ উপলক্ষে এখানে পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আজ রাতে আমরা আমেরিকা এবং মুসলমান বিশ্বের মধ্যে একটি নতুন সম্পর্কের সূচনালগ্নে অবস্থান করছি। আগামীকাল ঢাকা সময় বিকাল ৪টা ১০ মিনিটে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পারস্পরিক স্বার্থ ও মর্যাদার ভিত্তিতে মুসলমান বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার উদ্দেশ্যের কথা তুলে ধরে কায়রো থেকে একটি ভাষণ দেবেন। মুক্ত সংলাপ ও পারস্পরিক সমঝোতার প্রতি আমাদের প্রেসিডেন্টের অঙ্গীকারের জন্য আমি গর্ব বোধ করি। আমি আশা করি আপনারা সবাই সময় করে আগামীকাল তার ভাষণটি দেখবেন।

আজ রাতে আমরা 'স্বাধীনতার ঘোষণা' স্বাক্ষরের ২৩৩তম বার্ষিকী উদযাপন করছি। এই দলিল আমেরিকানদের অহংকার। প্রত্যেক আমেরিকান শিশুই এই বিখ্যাত কথাগুলো জানে: "স্বতঃসিদ্ধ এই

সত্যগুলোকে আমরা ধারণ করি যে, সকল মানুষ সমান অধিকার নিয়ে জন্মায়, সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত তাদের কিছু অবিচ্ছেদ্য অধিকার রয়েছে, যার অন্যতম হচ্ছে জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখ অন্বেষণ।"

গত বছর আমেরিকার শিশুরা এই কথাগুলোর সত্যিকার অর্থ কি তা জেনেছে। "সকল মানুষ সমান অধিকার নিয়ে জন্মায়" -- এটি যুক্তরাষ্ট্রের একটি মৌলিক নীতি। আর প্রথম একজন আফ্রো-আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আমরা এই অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন দেখলাম।

১৯৬৩ সালে ডঃ মার্টিন লুথার কিং তার স্বপ্নের কথা বলেছিলেন যে, একদিন তার সন্তানেরা "তাদের চামড়ার রং নয়, বরং তাদের চরিত্রের আধেয় দিয়ে মূল্যায়িত হবে।" সেই দিন এখন সমাগত।

আমেরিকানরা প্রেসিডেন্ট ওবামাকে তার চরিত্রের আধেয় দিয়ে বিচার করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে এর মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্র এমন কোন জাতি নয় যার নির্ভুল একটি অতীত রয়েছে। তবে গত বছর আমরা শিখলাম যে, বিভক্ত করে এমন বিষয়ের চেয়ে বরং আমাদের একত্রিত করে সে বিষয়গুলোই বেশি। আমরা নাগরিক গণতন্ত্রের অঙ্গীকারকে ভাগভাগি করে নেই, যেখানে আইনসিদ্ধভাবে সকলের সমান অধিকার রয়েছে।

এ বছরটি বাংলাদেশে গণতন্ত্রের জন্যও একটি গতিময় বছর। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছি। আমি দেখেছি মানুষ উদগ্রীব হয়ে তাদের ভোট দেয়ার জন্য ভোট কেন্দ্রে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেছে। আমি বৃদ্ধ মানুষদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি কারণ তারা তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগটি হারাতে চায় না। আমি কাউকে কাউকে অন্য ভোটারদের সঙ্গে হুইল চেয়ারে করে সিঁড়ি ভেঙ্গে ভোট কেন্দ্রের মধ্যে আসতে দেখেছি। দেশের ভবিষ্যত নির্মাণে অধিকার চর্চায় মানুষের দৃঢ়তা আমি লক্ষ্য করেছি। একটি মসৃণ ও শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমি বাংলাদেশের জনগণকে অভিননন্দন জানাই।

দুঃখজনক হলো, সব পরিবর্তনই সুখকর নয়। গত বছর আমরা বিগত কয়েক প্রজন্মের মধ্যে ভয়াবহ বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহের উদ্ভব হতে দেখেছি। বিশ্ব আজ অনিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক অস্ত্র এবং পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের মত ক্রমবর্ধমান নানান হুমকির সম্মুখীন। বাংলাদেশে আমরা বিডিআর বিদ্রোহের মত দুঃখজনক সন্ত্রাসী ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। এসব দুঃসময় মোকাবেলা করতে শুভ ইচ্ছাসম্পন্ন সকল মানুষকে অবশ্যই একত্রিত হতে হবে। বিশ্বব্যাপী বর্ধিত পারস্পরিক সমঝোতা এবং সহযোগিতাই এ থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায়।

একটি জিনিসের কেবল পরিবর্তন হয়নি। তা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন। এক বছরের কিছু বেশি সময় আগে এখানে আসার পর থেকে আমি তিনটি 'ডি'-এর কথা বলে আসছি। সেগুলো হচ্ছে --- গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দানে অস্বীকৃতি। এগুলো হচ্ছে আমাদের সম্পর্কের মূল ভিত্তি এবং আমরা এই তিন ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সাধন করেছি।

গত বছরের নির্বাচনে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি তাদের নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গীকার দেখিয়েছে। এর পাশাপাশি, বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা ও সংসদ সদস্যদের জন্য প্রশাসন এবং আইন প্রণয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার অর্থায়ন করেছে। উন্নয়ন ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড় সিডর পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য তার সহায়তা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু এ বছরেই সহায়তা হিসেবে আমরা ১৬ কোটি ডলার প্রদান করবো। গুরুত্বের দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানী বাজার এবং রেমিট্যান্স বা দেশে অর্থ প্রেরণের দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস। আইন প্রয়োগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং আইনের উন্নয়নের মত সন্ত্রাস নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারও বটে।

বর্তমানে বাংলাদেশ বেশ কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি। সেগুলো হচ্ছে রাজনীতিবিদরা কিভাবে দলীয় ও তিক্ততার ঊর্ধ্বে উঠে সকল বাংলাদেশির মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারবে? দেশটি কিভাবে বিনিয়োগকে আকর্ষণ এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে পারবে? কিভাবে সরকার তার নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান এবং সীমান্ত সুরক্ষিত করতে পারবে?

আপনাদের এসব প্রশ্নের সমাধান খোঁজার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের সঙ্গে কাজ করে যাবে। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ উত্তীর্ণ হতে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি অপেক্ষাকৃত সুন্দর পৃথিবী তৈরী করতে আমরা বিশ্ব সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে একত্রে কাজ করে যাব। এ বছরটি বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক বছর। আর আমি আপনাদের সবার সঙ্গে এখানে থেকে তা প্রত্যক্ষ করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করি এই সন্ধ্যা আপনারা উপভোগ করবেন।

(বক্তৃতা শেষ)

==========

বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত

জিআর/২০০৯